খসড়া
জানুয়ারী ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ২০১৯

WARPO
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রেক্ষাপট

সরকার, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১৭ অনুযায়ী জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে। এ গাইডলাইনের আওতায় গৃহীত ব্যবস্থা বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বা বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ সহ বিদ্যমান অন্যান্য আইন ও বিধি'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে প্রয়োগযোগ্য হবে ।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মূলনীতি গুলো হ'ল :

- ✓ সুপেয় পানি একটি সীমিত ও ঝুঁকিতে থাকা সম্পদ, যা জীবনধারণ, উন্নয়ন ও পরিবেশের জন্য অপরিহার্য ।
- ✓ পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে হবে, যার সকল স্তরে পানি ব্যবহারকারী, পরিকল্পনাবিদ এবং নীতি-নির্ধারকগণ যুক্ত থাকবেন ।
- ✓ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষা বিধানে নারীদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে ।
- ✓ পানির সকল ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পানি'র অর্থনৈতিক মূল্য (economic value) আছে । পানিকে একটি অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত ।

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ

১.১। সংজ্ঞা।– (ক) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এই গাইডলাইনে-

(১) “অনাপত্তি” অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩৩ এর অধীন ইস্যুকৃত কোনো অনাপত্তি;

(২) “অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩০ এ উল্লিখিত কোনো কর্তৃপক্ষ;

(৩) “অপসারণ আদেশ” অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীন ইস্যুকৃত কোনো আদেশ;

(৪) ‘‘আইন’’ অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন);

(৫) ‘‘আবেদনকারী’’ অর্থ এই গাইডলাইনের অধীন আবেদনপত্র দাখিলকারী কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা সংস্থা;

(৬) ‘‘আবেদনপত্র’’ অর্থ নিম্নবর্ণিত কোনো উদ্দেশ্যে এই গাইডলাইনের অধীন দাখিলকৃত কোনো আবেদনপত্র-

(ক) অনুমতি, অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্র; বা

(খ) অনুমতি, অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্র সনদের প্রত্যায়িত কপি; বা

(গ) অনুমতি, অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিল আদেশ প্রত্যাহার; বা

(ঘ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থায় স্থাপিত তথ্য-উপাত্ত ভাণ্ডার হতে কোনো তথ্য প্রাপ্তি; বা

(ঙ) এই গাইডলাইনের অধীন উপরে উল্লিখিত আবেদন ব্যতিত অন্য যে কোনো আবেদন।

(৭) ‘‘জেলা কমিটি’’ অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১৪ এর অধীন গঠিত জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(৮) “উপকূল” অর্থে উপকূলীয় এলাকাসহ উপকূলীয় খাঁড়িও অন্তর্ভুক্ত হবে;

(৯) ‘‘উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ’’ অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ধারা ২ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ;

(১০) ‘‘কমিটি’’ অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এ উল্লিখিত জেলার এক বা একাধিক কমিটি;

(১১) ‘‘কারিগরি কমিটি’’ অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ২১ এ উল্লিখিত কারিগরি কমিটি;

(১২) ‘‘কারিগরি প্রতিবেদন’’ অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২২ এর অধীন প্রণীত কোনো প্রতিবেদন;

(১৩) “কৃষি” অর্থ-

(ক) শস্য বা অন্য যে কোনো ফসল উৎপাদন;

(খ) উদ্যানকৃষি (horticulture);

(গ) বনায়ন;

(ঘ) মৎস্য চাষ ও উৎপাদন;

(ঙ) পশুপালন ও পশুজাত পণ্য উৎপাদন;

(চ) পোল্ট্রি ও পশু খাদ্য উৎপাদন;

(ছ) হাঁস-মুরগীর খামার পরিচালন;

(জ) দুগ্ধ খামার পরিচালন;

(ঝ) মৌমাছি পালন;

(ঞ) রেশম চাষ; এবং

(ট) অনুরূপ কোনো কৃষিভিত্তিক উৎপাদন বা প্রক্রিয়া;

(১৪) ''খাল'' অর্থ পানির অন্তঃপ্রবাহ বা বহিঃপ্রবাহের কোন পথ;

(১৫) ''জলাভূমি'' অর্থ এমন কোন ভূমি যেখানে পানির উপরিতল ভূমিতলের সমান বা কাছাকাছি থাকে বা যা, সময়ে সময়ে, স্বল্প গভীরতায় নিমজ্জিত থাকে এবং যেখানে সাধারণত ভিজা মাটিতে জন্মায় এবং টিকিয়ে থাকে এমন উদ্ভিদাদি জন্মায়;

(১৬) ''জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা'' অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৫ এ উল্লিখিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা;

(১৭) "ড্যাম ও ব্যারাজ" বলতে নদীর প্রবাহের আড়াআড়ি মাটি, কংক্রিট, রাবার বা অন্য যে কোনো উপাদান দ্বারা নির্মিত কোনো অবকাঠামো বুঝাবে;

(১৮) ''ধারা'' অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর কোনো ধারা;

(১৯) "নলকূপ'' অর্থ পানি আহরণ ও সরবরাহ বা সেচের জন্য ব্যবহৃত নিম্নোক্ত নলকূপ, যথা:

(ক) "অগভীর নলকূপ (Shallow Tube Well)" অর্থ এরূপ নলকূপ যা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হতে প্রাইম মোভার সংযুক্ত সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প দ্বারা সাকশন পদ্ধতিতে পানি উত্তোলনে সক্ষম;

(খ) "গভীর নলকূপ (Deep Tube well)" অর্থ এমন নলকূপ যা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হতে সাবমারসিবল পাম্প সেট অথবা প্রাইম মোভার সংযুক্ত টারবাইন পাম্প দ্বারা ফোর্সমোডে পানি উত্তোলন করে;

(গ) "ডিপসেট অগভীর নলকূপ (Deep-set Shallow Tube well)" অর্থ এরূপ নলকূপ যা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হইতে প্রাইম মোভার সংযুক্ত সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প দ্বারা সাকশন পদ্ধতিতে পানি উত্তোলনের জন্য ভূতলের নীচে বসানো হয়;

(ঘ) "হস্তচালিত নলকূপ (Hand Tube well)'' অর্থ যা সাকশন পদ্ধতিতে পানি উত্তোলনে সক্ষম;

(ঙ) "হস্তচালিত গভীর নলকূপ (Deep Hand Tube well)" অর্থ পাম্পের ভাল্ব ভূতলের নিচে স্থাপনক্রমে একটি রড দ্বারা বা অন্য কোন পদ্ধতিতে ফোর্সমোডে পরিচালিত কোনো হস্ত চালিত নলকূপ;

(২০) ''নির্বাহী কমিটি'' অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২ এর দফা (৯) এ সংজ্ঞায়িত নির্বাহী কমিটি;

(২১) "পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন" অর্থ এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ক্ষতি না করে সর্বাধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে পানি, ভূমি এবং তৎসম্পর্কিত সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনাকে বিকশিত করা;

(২২) ''পরিদর্শন প্রতিবেদন'' অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর অধীন প্রণীত কোনো পরিদর্শন প্রতিবেদন;

(২৩) ''পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'' বা ''ওয়ারপো'' অর্থ পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ১২ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা;

(২৪) "প্লাবন ভূমি" বলতে স্বাভাবিক বর্ষায় নদীর পানি উপচিয়ে যে পর্যন্ত এলাকা প্লাবিত হয় উক্ত এলাকাকে বুঝাবে;

(২৫) ''প্রকল্প'' অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১৯ এ উল্লিখিত ১ (এক) বা একাধিক পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প;

(২৬) ''প্রকল্প ছাড়পত্র'' অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ২৩ এর অধীন ইস্যুকৃত প্রকল্প ছাড়পত্র;

(২৭) ''প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ'' অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১৩ এ উল্লিখিত প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ;

(২৮) ''প্রকল্প ছাড়পত্রধারী'' অর্থ এইরূপ ব্যক্তি যাহার আবেদন প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর হয়েছে এবং যার প্রতি প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হয়েছে;

(২৯) ''ফরম'' অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর তফসিলে উল্লিখিত বা মহাপরিচালক কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত কোনো ফরম;

(৩০) ''ফি'' অর্থ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪৯ এর অধীন নির্ধারিত ফি;

(৩১) ''বাঁধ'' অর্থ মাটি বা অনুরূপ উপাদান দ্বারা নির্মিত কোন ড্যাম, ওয়াল (Wall), ডাইক, বেড়িবাঁধ বা অনুরূপ কোন বাঁধ;

(৩২) ''বাঁওড়'' অর্থ খুরাকৃতির এমন কোন হ্রদ যার জনস্রোত সময়ের বিবর্তনে ধীরে ধীরে স্থিমিত হয়ে পড়েছে;

(৩৩) ''বিল'' অর্থ প্রাকৃতিক নীচু জায়গা বা বৃত্তাকার এলাকা যা বৃষ্টিপাত বা নদীর পানির দ্বারা প্লাবিত হয় এবং যা সমগ্র বৎসর পানিতে নিমজ্জিত থাকে বা বৎসরের আংশিক বা পূর্ণ শুষ্ক থাকে;

(৩৪) "বিধি" বলতে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বুঝাবে;

(৩৫) "ব্যক্তি" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২ এর দফা (২৫) এ উল্লিখিত ব্যক্তি;

(৩৬) ''সরকার'' অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়;

(৩৭) ''সংরক্ষণ'' অর্থ পানি সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধি, অপচয় ও ক্ষয় হ্রাসকরণ, পরিরক্ষণ ও সুরক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হবে;

(৩৮) "সার্বিক পরিকল্পনা" বলতে পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য গৃহীত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বুঝাবে;

(৩৯) "সুপেয় পানি" বলতে পানযোগ্য নিরাপদ পানি বুঝাবে;

(৪০) "স্থাপনা" অর্থে যে কোনো ধরণের ভৌত অবকাঠামোও অন্তর্ভূক্ত হবে;

(৪১) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এবং অন্য কোনো কর্মকর্তা;

(৪২) ''মহাপরিচালক'' অর্থ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক;

(৪৩) ''হাওর'' অর্থ দুইটি ভিন্ন নদীর মধ্যস্থলে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কড়াই আকৃতির বৃহদাকার কোন নিম্নভুমি;

(খ) এই গাইডলাইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ ও অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বা বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বা বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ আইনে সংজ্ঞায়িত অর্থে গৃহীত হবে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বা বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সময় সময় এই গাইডলাইন হালনাগাদ করা হবে।

(গ) পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২০ (বিশ) লক্ষ হইতে অনধিক ৫০ লক্ষ টাকা (split/ বিভাজন ব্যতিত) পর্যন্ত হলে জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি এ গাইডলাইনের আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে । আবেদনকৃত প্রকল্প একাধিক জেলা এলাকাভুক্ত হলে জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র পরিবর্তে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কমিটি গঠন ও কমিটির দায়-দায়িত্ব

২.১। জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি। - (১) বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক জেলায় জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে, অতঃপর জেলা কমিটি হিসাবে অভিহিত, একটি কমিটি থাকবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত জেলা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে, যথা:-

(ক) জেলা প্রশাসক- সভাপতি;
(খ) প্রধান নির্বাহী অফিসার, জেলা পরিষদ- সদস্য
(গ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক- সদস্য;
(ঘ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা- কারিগরি সদস্য;
(ঙ) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর- কারিগরি সদস্য;
(চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড - কারিগরি সদস্য;
(ছ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর- কারিগরি সদস্য;
(জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর- কারিগরি সদস্য;
(ঝ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন- কারিগরি সদস্য;
(ঞ) জেলা চেম্বার অব কমার্স এর ০১ (এক) জন প্রতিনিধি - সদস্য;
(ট) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন এনজিও প্রতিনিধি - সদস্য;
(ঠ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন (যদি থাকে) - কারিগরি সদস্য;
(ড) নির্বাহী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যদি থাকে) - কারিগরি সদস্য;
(ঢ) বিসিক এর জেলা পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি (যদি থাকে);
(ণ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (যদি থাকে)- কারিগরি সদস্য;
(ত) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা – কারিগরি সদস্য;
(থ) নির্বাহী প্রকৌশলী, পৌরসভা (যদি থাকে) – কারিগরি সদস্য;
(দ) হাওর অঞ্চলের জেলাসমূহে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি – কারিগরি সদস্য;
(ধ) উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর (যদি থাকে)- সদস্য;
(ন) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রতিনিধি- সদস্য-সচিব;

তবে শর্ত থাকে যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রতিনিধির অবর্তমানে দফা (চ) এ উল্লিখিত সদস্য, সদস্য- সচিব হবেন।

(৩) জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনে উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লেখিত সদস্য ছাড়াও অন্য কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন। কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবহারকারীদের সমন্বয়ে Water Users Group (WUG) □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□।

(৪) সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলা কমিটিকে উপদেষ্টা হিসেবে পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন।

২.২। জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়-দায়িত্ব।- বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জেলা কমিটির দায়-দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) জেলা কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়সীমা অনুযায়ী প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করার জন্য সুপারিশ করা;

(খ) পানি সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ, প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা সনাক্ত ও পর্যালোচনা করা এবং তদানুসারে টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান আইনি কাঠামোর আওতায় সংশ্লিষ্ট জেলা পানি সম্পদ পরিকল্পনা, যদি থাকে, অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;

(গ) ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে উক্ত কমিটিকে সহায়তা করা;

(ঘ) জেলার মধ্যে পানি সম্পদ খাতে কার্যরত সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকাধীন সংস্থা বা এজেন্সিসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও তদারকী করা। তবে, ওয়াসা (WASA) অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় ওয়াসা'র আইন ও বিধি কার্যকর হবে;

(ঙ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সংস্থা বা এজেন্সি বা ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশনার প্রতিপালন পরিবীক্ষণ করা এবং তদানুসারে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা;

(চ) পানি সম্পদ ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রে বর্ণিত শর্ত ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে তা বাতিলের সুপারিশ করা;

(ছ) পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্যভান্ডার প্রণয়ন ও তা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সাথে শেয়ার করা;

(জ) গাইডলাইন অনুসারে পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

(ঝ) অধিকতর সমন্বয় সাধনকল্পে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন;

(ঞ) বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৮, বিধি ৯ এবং বিধি ৩৮ এ উল্লিখিত যথাক্রমে প্রতিপালন আদেশ, অপসারণ আদেশ বা ক্ষেত্রমত, সুরক্ষা আদেশ জারীর জন্য নির্বাহী কমিটির নিকট সুপারিশ করা;

(ট) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন (প্রকল্পের ছাড়পত্র সংক্রান্ত) নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়-দায়িত্ব পালন করা।

২.৩। জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা।- (১) বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জেলা কমিটির সভা প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হবে এবং জরুরী ক্ষেত্রে, যে কোনো সময় সভা আহ্বান করা যাবে।

(২) বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কমিটিসমূহ এদের সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারবে।

(৩) কমিটিসমূহের সভা এদের সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

(৪) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে, সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কমিটির অন্য কোনো সদস্য বা কারিগরী সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(৫) কমিটির মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে কমিটিসমূহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, তবে উপস্থিত সদস্যদের ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট থাকবে।

(৬) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটিসমূহ গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিটিসমূহের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উথাপন করা যাবে না।

২.৪। জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কারিগরি কমিটি।— (১) বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক জেলায় কারিগরি কমিটি নামে একটি কমিটি থাকবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত জেলা কারিগরি কমিটি নিম্নরূপ গঠিত হবে, যথা:-

জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির কারিগরি সদস্যগণের মধ্য হইতে ৫ (পাঁচ) জন সদস্য, তন্মধ্যে ১ (এক) জন জ্যেষ্ঠাতার ভিত্তিতে আহবায়ক নিযুক্ত হবেন।

(৩) জেলা কারিগরি কমিটির সভায় যে প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হয়েছে আবেদনে উল্লিখিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থার কোনো প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার সময়, উপস্থিত থাকতে কিংবা অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

২.৫। জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কারিগরি কমিটির দায়িত্ব।— (১) কারিগরি কমিটি ছাড়পত্রের জন্য আবেদনকৃত প্রকল্পের তথ্য ও দলিলাদি পর্যালোচনান্তে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার সাথে প্রকল্পটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি যাচাই করে নিশ্চিত করা হবে, যথা-

(ক) প্রকল্পটি ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কিনা;
(খ) প্রকল্পটি প্রবাহমান কোনো নদী বা খালের সাথে প্লাবন ভূমির সংযোগ বন্ধ করবে কিনা এবং তা প্রতিকারের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা;
(গ) প্রকল্পটি প্রবাহমান কোনো নদী বা খালের বিদ্যমান প্রবাহকে বাঁধাগ্রস্থ করবে কিনা;
(ঘ) প্রকল্পটি কোনো স্থানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করবে কিনা;
(ঙ) প্রকল্পটি কোনো জলাধারকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত করবে কিনা;
(চ) প্রকল্পটি বিদ্যমান কোনো পানি ব্যবহার অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা;
(ছ) প্রকল্পটি ফোরশোর, উপকূল ও অনুরূপ কোনো আধার বা স্থানের প্রবাহের ব্যত্যয় ঘটাবে কিনা;
(জ) প্রকল্পটি ভূপরিস্থ পানিতে কোনো দূষণ করবে কিনা;
(ঝ) জনগণের সম্পৃক্ততা ও অংশীদারিত্বমূলক প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটি প্রণীত হয়েছে কিনা;

(২) জেলা কারিগরি কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো বিষয়ে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

(৩) আবেদনপত্র পরীক্ষার পর কারিগরি কমিটির নিকট যদি পরিলক্ষিত হয় যে, আবেদনকারী এই গাইডলাইনের অধীন আবেদনপত্রের সাথে দাখিলের জন্য আবশ্যক সকল দলিল, বিবরণ, তথ্য বা রিপোর্ট দাখিল করে নাই, তা হলে আবেদন প্রত্যাখ্যানের সুপারিশ প্রদান করবে।

(৪) কারিগরি কমিটি, পরিষদ, নির্বাহী কমিটি বা ক্ষেত্রমত পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন, জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও অন্যান্য দলিলাদির আলোকে-

(ক) তার নিকট প্রেরিত আবেদন পত্র;

(খ) আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত দলিলপত্র; এবং

(গ) স্থানীয় জনগণের মতামত;

যাচাই ও মূল্যায়ন করবে এবং আবেদনে পানি সম্পদ ব্যবহারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ১ (এক) টি কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

(৫) আবেদনপত্র যাচাই ও মূল্যায়নের সময়, কারিগরি কমিটি, যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে সেরূপ পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করবে এবং আবেদনকারীর নিকট আবেদিত পানি সম্পদ ব্যবহারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব নির্ণয় করার প্রয়োজনে যে কোনো তথ্য ও দলিলাদি যাচাই করতে পারবে।

(৬) কারিগরি কমিটি এই গাইডলাইনের বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে নির্ভরযোগ্য কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং তদুদ্দেশ্যে কারিগরি কমিটির যেকোনো দলিল বা তথ্য পরীক্ষার, কোনো আঙিনায় প্রবেশ করার, কোনো বস্তুর নমুনা সংগ্রহ করার ও সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করার অধিকার থাকবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে।

(৭) উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এর অধীন প্রণীত কারিগরি প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি থাকবে, যথা:-

(ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;
(খ) আবেদনের উদ্দেশ্য;
(গ) পানি সম্পদের বর্ণনা;
(ঘ) প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য নির্ভরকৃত দলিলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;
(ঙ) আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলের সম্পূর্ণতা;
(চ) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার আলোকে প্রকল্প গৃহীত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কিত মতামত;
(ছ) আবেদনে উল্লিখিত পানি সম্পদ ব্যবহারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব নির্ণয়;
(জ) নেতিবাচক প্রভাব উপশম করার উপায় বা পরিকল্পনা; এবং
(ঝ) আবেদন গ্রহণযোগ্য কিনা সে সম্পর্কিত সুপারিশ এবং সুপারিশের কারণ।

(৮) কারিগরি কমিটি তার নিকট বিবেচনাধীন যে কোনো প্রকল্পের কারিগরি বিষয় সম্পর্কে মতামত বা পরামর্শ গ্রহণের জন্য যে কোনো পেশাজীবীর সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

(৯) কারিগরি প্রতিবেদন ও অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় কারিগরি কমিটি যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে সেরূপ পদ্ধতিতে, আবেদনকারী বা, ক্ষেত্রমত, প্রকল্প ছাড়পত্রধারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করতে পারবে।

(১০) উপ-অনুচ্ছেদ (৯) এর অধীন শুনানি, কারিগরি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

(১১) কারিগরি কমিটি শুনানির কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে শুনানির নোটিশ জারি করবে।

(১২) যে কোনো ব্যক্তি শুনানির সময় মৌখিক বা লিখিতভাবে বা উভয়ভাবে তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে এবং মৌখিক মতামতের ক্ষেত্রে, কারিগরি কমিটি উক্তরূপ বক্তব্য বা মতামত বা তার সারসংক্ষেপ যতদূর সম্ভব লিখে রাখবে বা লিখে রাখার ব্যবস্থা করবে।

(১৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও জেলা কমিটি, সময়ে সময়ে, মহাপরিচালক বা ক্ষেত্রমতে সংশ্লিষ্ট কমিটির আহবায়ক কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকল্প ছাড়পত্র ও অনাপত্তি

৩.১। প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ।- (১) কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা বা পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত যে কোনো ধরণের হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ, নদীর তীর সংরক্ষণ, ড্রেজিং বা অনুরূপ কার্যক্রম, কর্মসূচি বা উদ্যোগ গ্রহণ করে পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হলে উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্বাহী কমিটির পক্ষে জেলার জেলা প্রশাসক প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে, যথা:

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) “অনুরূপ কোনো কার্যক্রম, কর্মসূচি বা উদ্যোগ” বলতে কাঠামোগত বা অকাঠামোগত যে কোনো পদ্ধতিতে যে কোনো সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক কমিউনিটিভিত্তিক গৃহীত প্রকল্পসহ পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো প্রকল্প;

(খ) “পানি সম্পদ উন্নয়ন” বলতে কাঠামোগত বা অকাঠামোগত পদ্ধতিতে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, পানির উত্তোলন, আহরণ, সরবরাহ, ব্যবহার, বিতরণ, সংরক্ষণ, রূপান্তর, প্রক্রিয়াকরণ, বন্যা ও খরার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ, পানি দূষণ রোধকরণ, পয়ঃব্যবস্থা ও নিষ্কাশন।

৩.২। যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প ছাড়পত্র আবশ্যক।- (১) কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ এর অধীন প্রকল্প ছাড়পত্র গ্রহণ আবশ্যক হবে, যথা:-

(ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প;
(খ) ভূপরিস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ;
(গ) ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রকল্প;
(ঘ) হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প;
(ঙ) পানি সংরক্ষণ প্রকল্প;
(চ) বন্যা প্লাবিত সমতল ভূমি বা জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্প;
(ছ) শিল্পের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্প;
(জ) নদী তীর সংরক্ষণ বা নদী শাসন প্রকল্প;
(ঝ) নদী খনন বা ড্রেজিং প্রকল্প;
(ঞ) খাল খনন বা পুনঃখনন প্রকল্প;
(ট) ভূপরিস্থ পানিতে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প;
(ঠ) ভূগর্ভস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ;

(২) কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই গাইডলাইনে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রকল্প ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিত উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কোনো প্রকল্পের কোনো কার্যক্রমের দৃশ্যমান বা বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ বা শুরু করবে না।

(৩) যদি কোনো আবেদনকারী উপ- অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন আরোপিত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনপূর্বক প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রকল্প ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিত কোনো প্রকল্প গ্রহণ বা পরিচালনা করে, তা হলে উক্ত আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৩.৩। প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন পদ্ধতি।- (১) কোনো প্রকল্প গ্রহণ বা পরিচালনা বা বাস্তবায়নে ইচ্ছুক যে কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে ২০ (বিশ) লক্ষ হতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের পানি সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের (split/বিভাজন ব্যতিত) ক্ষেত্রে, জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির নিকট প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য নিম্নবর্ণিত ফরমে তিন প্রস্থে আবেদন করতে হবে, যথা:-

(ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.১;**

(খ) ভূপরিস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ বিষয়াদির ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.২;**

(গ) ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৩**;

(ঘ) হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৪**;

(ঙ) ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৫**;

(চ) বন্যা প্লাবিত সমতল ভূমি বা জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৬**;

(ছ) শিল্পের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৭**;

(জ) নদী তীর সংরক্ষণ বা নদী শাসন প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৮**;

(ঝ) নদী খনন বা ড্রেজিং প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.৯**;

(ঞ) খাল খনন বা পুনঃখনন প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.১০**;

(ট) ভূপরিস্থ পানিতে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৩.১১**

(২) অনুচ্ছেদ (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, আবেদনকৃত প্রকল্প একাধিক জেলার এলাকাভুক্ত হলে জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র পরিবর্তে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা আবেদনের বিষয়ে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

(৩) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা দাপ্তরিক আদেশ দ্বারা, সময় সময়, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত প্রাক্কলিত ব্যয়সীমা সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ প্রবর্তনের পূর্বে গৃহীত কোনো প্রকল্প অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক প্রত্যেক আবেদনকারীকে এই বিধিমালা প্রবর্তনের এক বৎসরকাল সময় সীমার মধ্যে বা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়সীমা এবং পদ্ধতি অনুসরণে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য তিন প্রস্থ আবেদন করতে হবে ।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এবং (৪) এ উল্লিখিত প্রকল্পের আবেদনকারীকে, ফি পরিশোধ সাপেক্ষে, প্রকল্পের বিবরণ এবং আবেদন ফরমে নির্দিষ্টকৃত তথ্য ও দলিলাদিসহ আবেদন দাখিল করতে হবে।

(৬) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) আবেদনকারীর নিকট আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো তথ্য যাচাই করতে পারবে; বা

(খ) আবেদন বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রযোজ্য নয় এরূপ কোনো তথ্য সরবরাহ করা হতে আবেদনকারীকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

(৭) আবেদনকারী প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের বিবরণ আবেদনে উল্লেখ করবে।

(৮) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এবং (৪) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, প্রত্যেক প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ তা রেজিষ্টারে এন্ট্রির ব্যবস্থা করে একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান ও প্রাপ্তি স্বীকার করবে।

(৯) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এবং (৪) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনটি ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমতে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার কারিগরি কমিটি, সংশ্লিষ্ট জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কারিগরি কমিটির নিকট যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রেরণ করবে।

৩.৪। প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর পদ্ধতি।- (১) যেক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ও তথ্য সহযোগে কোনো প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ, আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তা তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রেরিত আবেদনপত্র সম্পর্কে একটি কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কারিগরি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে এবং কমিটি ছাড়পত্র ইস্যু করা বা না করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) কোনো শর্তসহ বা ব্যতিত, সুপারিশ প্রাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদনপত্রটি মঞ্জুর ও প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করবে; বা

(খ) কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্রটি নামঞ্জুর করবে এবং অনতিবিলম্বে আবেদনকারীকে নামঞ্জুরের কারণ অবহিত করবে।

(৪) আবেদনপত্রটি মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা **ফরম**-৪ একটি অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করবেন এবং আবেদনকারীর অনুকূলে নিম্নবর্ণিত ফরমে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করবে, যথা:-

(ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.১**;

(খ) ভূপরিস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ বিষয়াদির ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - ফরম **৫.২**;

(গ) ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রকল্পের প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.৩;**

(ঘ) হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য আবেদন - **ফরম ৫.৪**;

(ঙ) বন্যা প্লাবিত সমতল ভূমি বা জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.৫**;

(চ) পানি সংরক্ষণ প্রকল্পের প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.৬;**

(ছ) শিল্পের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্পের প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.৭**;

(জ) নদী তীর সংরক্ষণ বা নদী শাসন প্রকল্পের প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.৮**;

(ঝ) নদী খনন বা ড্রেজিং প্রকল্পের প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.৯;**

(ঞ) খাল খনন বা পুনঃখনন প্রকল্পের প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.১০**;

(ট) ভূপরিস্থ পানিতে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প ছাড়পত্র - **ফরম ৫.১১**;

(৫) কোন আবেদনপত্র নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, কারণ উল্লেখপূর্বক, **ফরম ৬** এ আবেদনকারীকে আবেদনপত্রটি নামঞ্জুরের বিষয়টি অবহিত করবে।

(৬) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিত প্রকল্প ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

৩.৫। **প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিল**।- (১) সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের নিকট হতে প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন বা অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট যদি বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, প্রকল্প ছাড়পত্রধারী-

(ক) প্রকল্প ছাড়পত্রের কোনো শর্ত ভঙ্গ করেছে; বা

(খ) পানি সম্পদের এরূপ ব্যবহার করছে যে, যার ফলে পানি সম্পদ ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে; বা

(ঘ) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অথবা বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর অধীন কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছে,

তা হলে কারিগরি কমিটির নিকট বিষয়টি অনুসন্ধান করার এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার নিকট ১ (এক) টি অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

(২) অনুসন্ধান পরিচালনার সময় কারিগরি কমিটি যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে সেরূপ পদ্ধতিতে, প্রকল্প ছাড়পত্রধারীকে শুনানি সুযোগ প্রদান করবে এবং অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য আবশ্যক কোনো তথ্য বা দলিল চাইতে পারবে।

(৩) যদি প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, কারিগরি কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত অনুসন্ধান প্রতিবেদন বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য, তা হলে উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি ক্ষেত্রমতে, মহাপরিচালক বা জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।

(৪) কমিটি অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি বিবেচনার পর ইস্যুকৃত প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিলের জন্য সুপারিশ করতে পারবে।

(৫) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ অতঃপর জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকল্প ছাড়পত্রটি বাতিলের বিষয়ে স্থানীয় পত্রিকায় ১ টি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করবে ও তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।

৩.৬। সেবা গ্রহীতাগণের প্রতি প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের দায়।- (১) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো আবেদনকারী লিখিত বা অনলাইনে কোনো আবেদন করলে, উক্ত আবেদনের জবাব প্রদান করতে হবে এবং তা কোনো অবস্থাতে অনিষ্পন্ন রাখা যাবে না।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক আবেদনের সহিত আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) বা মোবাইল নম্বর বা ই-মেইল ঠিকানা বা পত্র যোগাযোগের ঠিকানা বা অন্য কোন ঠিকানাসহ, যদি থাকে প্রকৃত পরিচিতি থাকবে যাতে এই গাইডলাইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে তার সাথে সহজে যোগাযোগ করা যায়।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত জবাবে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, সম্ভাব্য সময়সীমার উল্লেখ করতে হবে যার মধ্যে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা তার কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী উক্ত উপ-অনুছেদের উল্লেখকৃত আবেদন বা দরখাস্ত বা অনুরোধের বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে।

(৪) এই গাইডলাইনের অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য দায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারী দাপ্তরিকভাবে দায়িত্ব অবহেলার দায়ে অভিযুক্ত হবে এবং তিনি উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার সমর্থনে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(৫) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এই গাইডলাইনের অধীন প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্মকর্তার নিকট হতে প্রকল্প ছাড়পত্র সংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য চাইতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

৩.৭। প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ রেজিস্টার বা নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ।- (১) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ, তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, **ফরম ১০** এ এই গাইডলাইনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে ইস্যুকৃত প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করবে যাতে প্রকল্প ছড়পত্রের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকবে।

(২) প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত নিবন্ধন বহির অতিরিক্ত, নিম্নবর্ণিত বিষয়ের তথ্য বা বিবরণাদি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করতে পারবে, যথা:-

(ক) কারিগরি কমিটি (কারিগরি কমিটির নিবন্ধন বহি);

(খ) পরিদর্শকগণ (পরিদর্শকগণের নিবন্ধন বহি) ;

(গ) কারিগরি প্রতিবেদন (কারিগরি প্রতিবেদনের নিবন্ধন বহি) ;

(ঘ) অনুসন্ধান প্রতিবেদন (অনুসন্ধান প্রতিবেদনের নিবন্ধন বহি);

(ঙ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন (পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের নিবন্ধন বহি) ;

(চ) গণবিজ্ঞপ্তি (গণবিজ্ঞপ্তির নিবন্ধন বহি); এবং

(ছ) অন্যান্য নিবন্ধন বহি, প্রয়োজন হলে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত নিবন্ধন বহিসমূহ প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে সেরূপ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে।

(৪) অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন বহির যে কোনো ভুল সংশোধন করতে পারবে যদি তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ভুল কোনো করণিক ভুল অথবা ভুলকারী কর্মচারীর তরফ হতে তা একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল।

(৫) বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৫১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ এই গাইডলাইনের অধীন সংরক্ষিত রেজিষ্ট্রার বা নিবন্ধন বহি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করবে এবং কখনও ধ্বংস করবে না।

৩.৮ প্রকল্প ছাড়পত্রের প্রত্যায়িত কপি ইস্যুর ক্ষমতা।- (১) এই গাইডলাইনের অধীন ইস্যুকৃত অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্রের প্রত্যায়িত কপির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা বিবরণসহ মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে **ফরম-১১** মোতাবেক প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে।

(২) অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর ফরমে প্রকল্প ছাড়পত্রের একটি অনুলিপি সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।

(৩) অনাপত্তি বা প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন সরবরাহকৃত অনুলিপি Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর section 72 এর বিধান অনুসারে তার স্বাক্ষর প্রদান ও সীল মোহরাঙ্কিত করে মূল কপির জাবেদা নকল হিসাবে প্রত্যায়িত করবে এবং মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে সরবরাহ করবে।

৩.৯। অনাপত্তি গ্রহণ হইতে অব্যাহতি।- এই অধ্যায়ে যা কিছুই থাকুন না কেন, নিম্নবর্ণিত উপায়ে বা উদ্দেশ্যে পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে, অনাপত্তির প্রয়োজন হবে না, যথা:-

(ক) অগভীর নলকূপ দ্বারা সর্বোচ্চ ০.৫ কিউসেক পানি কৃষি কাজের জন্য উত্তোলনের ক্ষেত্রে;

(খ) হস্তচালিত নলকূপ বা ডিপসেট অগভীর নলকূপ দ্বারা খাওয়ার পানি ও গৃহস্থালি কাজের জন্য পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে;

(গ) হস্তচালিত গভীর নলকূপ দ্বারা খাওয়ার পানি ও গৃহস্থালি কাজের জন্য পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে:

তবে শর্ত থাকে যে, ভূগর্ভস্থ পানির তীব্র সংকট রয়েছে এরূপ এলাকায়, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক জারিকৃত আদেশ মোতাবেক, নির্দিষ্ট শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে।

৩.১০। নলকূপ স্থাপনে অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ।- (১) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভূর্গভস্থ পানি ধারক স্তর হইতে নলকূপ স্থাপন করে কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে সাকশন পদ্ধতিতে অনধিক ১.০ কিউসেক হইতে সর্বোচ্চ ৩.০ কিউসেক পর্যন্ত পানি উত্তোলনের জন্য অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হবে জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

(২) ভূর্গভস্থ পানি ধারক স্তর হতে নলকূপ স্থাপন করে অকৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কাজের উদ্দেশ্যে সাকশন পদ্ধতিতে পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হবে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, ভূর্গভস্থ পানি ধারক স্তর হতে যে কোনো উদ্দেশ্যে গভীর নলকূপ স্থাপন করে ফোর্সমোডে পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হবে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা।

(৪) যে উদ্দেশ্যে পানি উত্তোলনের অনাপত্তি গৃহীত হবে তা ব্যতিত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পানি ব্যবহার করা যাবে না।

৩.১১। নলকুপের জন্য অনাপত্তির আবেদন পদ্ধতি।- (১) নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি ব্যতিত কোনো ব্যক্তি কোনো স্থানে কোনো নলকূপ স্থাপন করতে পারবে না।

(২) ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তরে গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপনের অনাপত্তির জন্য **ফরম-৭** এ সংশ্লিষ্ট নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে।

(৩) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক অফিস আদেশ দ্বারা নির্ধারিত আবেদন ফি সহযোগে আবেদন করা না হলে কোনো নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

(৪) অনাপত্তির জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর, নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে পরিদর্শন অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করবে এবং পরিদর্শক নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদান করবে, যথা:-

(ক) যে স্থানে নলকূপ স্থাপন করা হবে সেই স্থানের পানি ধারক স্তর (Aquifer) এর অবস্থা;

(খ) নিকটতম বিদ্যমান নলকূপের দূরত্ব ও পানি উত্তোলনের প্রভাব;

(গ) নলকূপ দ্বারা উপকৃত হবে এইরূপ সম্ভাব্য এলাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (পানি সম্পদের প্রাপ্যতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি);

(ঘ) খাবার পানি ও গৃহস্থালীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নলকূপসহ বিদ্যমান অন্যান্য নলকূপের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব;

(ঙ) নলকূপ স্থাপনের জন্য স্থানের উপযুক্ততা;

(চ) অনাপত্তি প্রদানের শর্ত, যদি থাকে;

(৫) যদি নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, পরিদর্শকের প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে, এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকৃত নলকূপ স্থাপন দ্বারা-

(ক) যে এলাকায় নলকূপ স্থাপন করা হবে সেই এলাকা উপকৃত হবে;

(খ) পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে না;

(গ) অন্য কোনো ভাবে উপকার পাওয়া যাবে; এবং

(ঘ) ভূগর্ভস্থ পানির মজুদ ও এর গুণাগুণে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে না;

তা হলে অনুচ্ছেদ ৩.৮ এ বর্ণিত কর্তৃপক্ষ আবেদনকৃত বিষয়ে অনাপত্তি ক্ষেত্রমত **ফরম ৭.২, ফরম ৭.৩** মঞ্জুর করতে পারবে।

(৬) আবেদন প্রাপ্তির পর, প্রত্যেক অনাপত্তি ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ রেজিষ্টারে **ফরম ৮** এন্ট্রির ব্যবস্থা করে একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান ও প্রাপ্তি স্বীকার করবে।

(৭) উপ-অনুচ্ছেদ-২ এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে অনাপত্তি ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনের সম্পূর্ণতা সম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিত করবে।

(৮) নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অনাপত্তির শর্ত লংঘন করা হয়েছে, বা অন্যবিধ কারনে অনাপত্তি স্থগিত করার প্রয়োজন রয়েছে, তা হলে লিখিত আদেশ দ্বারা, কারণ উল্লেখপূর্বক, কোনো নলকূপের অনাপত্তি স্থগিত করতে পারবে, এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থাকে অবিলম্বে বিষয়টি অবহিত করবে।

তবে শর্ত থাকে যে, নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অনাপত্তি গ্রহীতাকে শুনানির জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান ব্যতিত, কোনো অনাপত্তি স্থগিতকরণের আদেশ অনুমোদন করবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি অনাপত্তি স্থগিতকরণের আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অনাপত্তি স্থগিতকরণের আদেশ অনুমোদন করা না হয়, তা হলে অনাপত্তি স্থগিতকরণের আদেশ উক্ত সময় অতিক্রমের পর বাতিল হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(৯) নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনাপত্তি স্থগিতকরণের আদেশ তা চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পর্যন্ত স্থগিত রাখা যাবে।

(১০) নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনাপত্তি স্থগিতকরণের আদেশ চূড়ান্তকরণের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার নিকট আপীল করতে করবে এবং উক্ত বিষয়ে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(১১) নলকূপ অনাপত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, পরিদর্শকের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, এই অধ্যায়ের অধীন প্রদত্ত অনাপত্তি বাতিল করিতে পারবে যদি উক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে-

(ক) অনাপত্তি গ্রহীতা অনাপত্তি পত্রে উল্লিখিত শর্ত লংঘন করেছে; অথবা

(খ) বাতিল আদেশ জারির পূর্ববর্তী তারিখের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে ৩ (তিন) অথবা ততোধিকবার অনাপত্তি স্থগিত করা হয়েছে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনাপত্তি গ্রহীতাকে শুনানির জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান ব্যতিত কোনো অনাপত্তি বাতিল করা যাবে না।

৩.১২। বিদ্যমান নলকূপের অনাপত্তি।- (১) এই অধ্যায়ে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা কার্যকর হবার তারিখে সারাদেশে বিদ্যমান নলকূপসমূহ দ্বারা, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২৯ এর বিধান অনুযায়ী অব্যাহতি পাওয়া নলকূপ ব্যতিত, পানি আহরণ অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সরকারি সংস্থাকে উক্তরূপ কার্যকর হবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক অনাপত্তি গ্রহণের নিমিত্ত আবেদন করতে হবে।

(২) আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে যৌক্তিক বিবেচনায় মহাপরিচালক উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত সময়সীমা আরও ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করতে পারবে।

৩.১৩। অনাপত্তি, প্রকল্পের ছাড়পত্র, নবায়ন ইত্যাদি ফি নির্ধারণ ও পরিশোধ পদ্ধতি।- (১) অনাপত্তি, প্রকল্প ছাড়পত্র বা তা নবায়নের জন্য অথবা প্রত্যায়িত অনুলিপির জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত হারে ফি পরিশোধপূর্বক আবেদন করতে হবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন ফি নির্ধারণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, সময় সময়, সরকারের প্রস্তাব প্রেরণ করবে এবং উক্ত প্রস্তাব বিবেচনাক্রমে সরকার আদেশ দ্বারা কমিটি গঠন করবে।

(৩) কমিটি তার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

(৪) কমিটি উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত ফিসহ পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ফি এবং সেবামূল্য নির্ধারণ ও হালনাগাদকরণের উদ্দেশ্যে, সময় সময়, সরকারকে সুপারিশ প্রদান করবে।

(৫) আবেদনকারী, উপ- অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত ফি মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের চালানের মাধ্যমে বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিশোধ করবে।

(৬) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সুশাসনের উদ্দেশ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষে এই বিধিমালার অধীন ফি পরিশোধ বা অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে সেরূপ ডিজিটাল পদ্ধতির প্রচলন করতে পারবে।

৩.১৪ সেবার মূল্য ।- (১) সভাপতি, জেলা সম্বনিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে আলোচনাক্রমে, নিম্নবর্ণিতভাবে সেবার মূল্য আরোপ ও আদায় করতে পারবে, যথা:-

(ক) যে কোন ধরণের ফরম/আবেদন ফি ……….২০/-
(খ) প্রকল্প ছাড়পত্রের ফি……………………………৫০০/-
(গ) অনাপত্তি পত্র ফি……………………………৫০০/-
(ঘ) প্রত্যায়িত অনুলিপি…………………………১০০/-
(ঙ) নবায়ন ফি………………………………২০০/-
(চ) আপীল ফি………………………………৫০০/-

(২) সরকার বা স্থানীয় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই ফি প্রযোজ্য হবে না।

(৩) সকলের অবগতির জন্য জেলা সম্বনিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি তা প্রচার করে সদস্য সচিবের দফতরে উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৪) সদস্য-সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত টাকার রশিদ ব্যতিত কোন ফি/সেবার মূল্য আদায় করা যাবে না, এবং আদায়কৃত অর্থ জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পানি সম্পদ তহবিলে জমা করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়
বিবিধ

৪.১। আপিল।- (১) কোন আবেদন নামঞ্জুর বা প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিল বা অনুমতিপত্র বা অনাপত্তি বাতিল করা হলে, সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত নামঞ্জুর বা বাতিলের আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এর বিরুদ্ধে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা নিকট নির্ধারিত ফি প্রদান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সাপেক্ষে আপিল করতে পারবেন।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষ, তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবে এবং এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে।

(৪) আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ আপিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর আওতায় প্রতিপালন আদেশ, অপসারণ আদেশ ও সুরক্ষা আদেশ, বিচার ও দন্ডের বিধান।–

(১) প্রতিপালন আদেশঃ নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই আইন বা সুরক্ষা আদেশ এর কোন বিধি-নিষেধ বা শর্ত বা ছাড়পত্রের শর্ত প্রতিপালন করার আদেশ ইস্যু করতে পারবেন।

(২) অপসারণ আদেশঃ নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাধা সৃষ্টিকারী স্থাপনা অপসারণ বা ভরাট কার্যক্রমে ব্যবহৃত উপকরণ বা উপাদান অপসারণ করার আদেশ ইস্যু করতে পারবেন।

(৩) সুরক্ষা আদেশঃ নির্বাহী কমিটি ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তর হতে নিরাপদ আহরণ নিশ্চিতকরণ, প্রতিপালন বা অপসারণ আদেশ বা ছাড়পত্রের কোন শর্ত লঙ্ঘন প্রতিরোধ, এবং এই আইন বা বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন প্রতিরোধের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুরক্ষা আদেশ ইস্যু করতে পারবে এবং জারি করবে।

(৪) অপরাধ, দন্ড ও বিচারঃ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য।

-এই আইনে নিম্নোক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য কারাদন্ড বা আর্থিক জরিমানা বা উভয় দন্ডের বিধান রয়েছেঃ

- প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘন বা অবজ্ঞা;
- আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে বাধা বা হুমকি প্রদান;
- তলবমতে রেজিষ্টার, নথি, দলিল-দস্তাবেজ উপস্থাপনে অস্বীকৃতি;
- জবানবন্দী গ্রহণ করতে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান;
- মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য প্রদান;
- কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধ সংঘটন;
- অপরাধ সংঘটনে সহায়তা বা প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করা।

ফরম-৩.১

(নমুনা)

[বিধি ২০(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন

(বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক, এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্প শিরোনাম

(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা

(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য

(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:

(১) বেজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা

(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা

(৩) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সাথে আলাপ-আলোচনা

(৪) উদ্দেশ্য পূরণের অপশনসমূহ বিশ্লেষণ

(৫) ডিজাইন (প্রয়োজন হলে)

(৬) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব

(৭) অপশন সুপারিশ

(৮) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

গ। দলিল প্রতিপালন:

(১) জাতীয় পানি নীতি

(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা

(৩) সপ্তম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)

(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হলে)

ঘ। প্রশাসনিক:

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য হলে)

আমি হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.২
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

প্রকল্প ছাড়পত্র সনদের জন্য আবেদন
(ভূপরিস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক, এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
(৩) জিডব্লিউ ও এনডব্লিউ এর ব্যবহার বিশ্লেষণ (ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে, পরিমাণ ও গুণাগুনসহ পানির প্রাপ্যতা)
(৪) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সাথে আলাপ-আলোচনা
(৫) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৬) ডিজাইন (প্রয়োজন হলে)
(৭) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৮) অপশন সুপারিশ
(৯) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। দলিল প্রতিপালন:

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হলে)

ঘ। প্রশাসনিক:

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৩

(নমুনা)

[বিধি ২০(১)(গ) দ্রষ্টব্য]

প্রকল্প ছাড়পত্র সনদের জন্য আবেদন

(ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
(৩) পানির প্রাপ্যতা বিশ্লেষণ (পরিমাণ ও গুণাগুনসহ জিডব্লিউ ও এনডব্লিউ)
(৪) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সাথে আলাপ-আলোচনা
(৫) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৬) অপশন সুপারিশ
(৭) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৮) ডিজাইন (প্রয়োজন হলে)
(৯) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। দলিল প্রতিপালন:

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হলে)

ঘ। প্রশাসনিক:

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৪
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক, এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
(৩) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সাথে আলাপ-আলোচনা
(৪) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৫) ডিজাইন (প্রয়োজন হলে)
(৬) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৭) সুপারিশ
(৮) প্রশমন পরিকল্পনা (যদি থাকে)
(৯) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। দলিল প্রতিপালন:

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হলে)

ঘ। প্রশাসনিক:

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৫
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(ঙ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:
(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:
(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
(৩) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সাথে আলাপ-আলোচনা
(৪) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৫) ডিজাইন (প্রয়োজন হলে)
(৬) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৭) সুপারিশ
(৮) প্রশমন পরিকল্পনা (যদি থাকে)
(৯) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। দলিল প্রতিপালন:
(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হলে)

ঘ। প্রশাসনিক:
(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৬
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(চ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(বন্যা প্লাবিত সমতলভূমি বা জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:

(১) বেজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ভূমি ব্যবহার ম্যাপ (অনুমোদিত, যেমন রাজউক, ইত্যাদি)
(৩) ভূমি ব্যবহার নকশা বা পরিকল্পনা
(৪) বন্যার পানি বাহিত এলাকার উপর প্রভাব
(৫) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। দলিল প্রতিপালন:

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি প্রযোজ্য হলে)

আমি হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৭
(নমুনা)
[বিধি ২০(১) (ছ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(শিল্পের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য
(২) পানির প্রাপ্যতা (ভূগর্ভস্থ পানি বা ভূপরিস্থ পানি)
(৩) ব্যবহারের উদ্দেশ্য (ভূগর্ভস্থ পানি বা ভূপরিস্থ পানি)
(৪) ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার (ব্যবহার করা হলে, পরিমাণ ও গুণমান)
(৫) পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব
(৮) প্রশমন পরিকল্পনা

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। দলিল প্রতিপালন:

(১) জাতীয় পানি নীতি

ঘ। প্রশাসনিক:

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৮
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(জ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(নদী তীর সংরক্ষণ বা নদী শাসন প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) রিভার মর্ফোলজি
(৩) রিভার হাইড্রোলজি
(৪) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সহিত আলাপ-আলোচনা
(৫) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৬) ডিজাইন (প্রয়োজন হলে)
(৭) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৮) অপশন সুপারিশ
(৯) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। দলিল প্রতিপালন:

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, প্রযোজ্য হলে)

ঘ। প্রশাসনিক:

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.৯
(নমুনা)
[বিধি ২০(১)(ঝ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন
(নদী খনন বা ড্রেজিং প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) রিভার মর্ফোলজি ও রিভার হাইড্রোলজি স্ট্যাটাস
(৩) প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারগণের সাথে আলাপ-আলোচনা
(৪) ড্রেজিং পরিকল্পনা
(৫) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৬) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। দলিল প্রতিপালন:

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হলে)

ঘ। প্রশাসনিক:

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.১০

(নমুনা)

[বিধি ২০ (১)(ঞ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন

(খাল খনন বা পুনঃখনন প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
(৩) পানির প্রাপ্যতা বা ড্রেইনেজ বিশ্লেষণ
(৩) স্টেকহোল্ডারগণের সহিত আলাপ-আলোচনা
(৪) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৫) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৭) সুপারিশকৃত অপশন
(৮) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। দলিল প্রতিপালন:

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি প্রযোজ্য হইলে)

ঘ। প্রশাসনিক:

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৩.১১

(নমুনা)

[বিধি ২০ (১)(ট) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্রের জন্য আবেদন

(ভূপরিস্থ পানিতে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক, এবং প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:

ক। সাধারণ তথ্য:

(১) প্রকল্প শিরোনাম
(২) প্রকল্পের পূর্ব ইতিহাস ও যৌক্তিকতা
(৩) প্রকল্পের লক্ষ্য
(৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য
(৫) প্রকল্পের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিইও কোডসহ থানা বেজ ম্যাপে প্রকল্পের সীমানা)

খ। কারিগরি তথ্য:

(১) বেইজলাইন সম্পর্কিত তথ্য বা অবস্থা পর্যালোচনা
(২) ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বা সমস্যা
(৩) পানির প্রাপ্যতা
(৩) স্টেকহোল্ডারগণের সহিত আলাপ-আলোচনা
(৪) অপশনসমূহ বিশ্লেষণ
(৫) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব
(৭) সুপারিশকৃত অপশন
(৮) অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিশ্লেষণ

বিঃদ্রঃ: টিসি কর্তৃক প্রণীত এবং ইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাইডলাইন

গ। দলিল প্রতিপালন:

(১) জাতীয় পানি নীতি
(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা
(৩) সপ্তম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা (SFYP) বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)
(৪) অন্যান্য (যেমন, উপকূল অঞ্চল নীতি, কৃষি নীতি ইত্যাদি, প্রযোজ্য হলে)

ঘ। প্রশাসনিক:

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে অনাপত্তি পত্র (NOC) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডার নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদন পত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৪

(নমুনা)

[বিধি ২৩(৪) ও ৩৩(১৩) দ্রষ্টব্য]

অঙ্গীকারনামা

(অনাপত্তি এবং প্রকল্প ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

(যথাযথ স্টাম্প কাগজে)

আমি, ... (ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রধান নির্বাহী বা প্রশাসনিক প্রধানকে যে নামেই অভিহিত হোক), আবাসিক বা অফিসের ঠিকানা ...., এতদ্দ্বরা এই মর্মে অঙ্গীকার, ঘোষণা ও শপথ করছি যে,

১। আমি বা আমরা বা কোম্পানি বা সংস্থা .... (প্লট বা সীমানা দ্বারা ভূমির বর্ণনা) এর আঙ্গিনা বা ইমারতের মালিক।

২। আমি বা আমরা, আইন ও বিধি-বিধান দ্বারা আরোপিত বিধি-নিষেধ ও ছাড়পত্রের শর্ত সাপেক্ষে পানীয় বা গৃহস্থালী বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে (ভূগর্ভস্থ বা ভূপরিস্থ) পানি সম্পদ ব্যবহার করতে ইচ্ছুক।

৩। আমি বা আমরা জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও পানি সম্পদ সম্পর্কিত আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং আমি বা আমরা নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা এবং আইন ও তদোধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলি এবং ছাড়পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকব মর্মে অঙ্গীকার করছি।

৪। নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হইলে, আমি বা আমরা তা প্রতিপালন করতে বাধ্য থাকব, অন্যথায় আইনগতভাবে দায়ী থাকব।

৫। আমি বা আমরা ছাড়পত্রের বিপরীতে ব্যবহৃত পানি সম্পদ পরিদর্শন ও মনিটরিং করিবার ক্ষেত্রে পরিদর্শককে সার্বিক সহায়তা প্রদান করব।

৬। আমি বা আমরা নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা লংঘন, ব্যত্যয় বা ভঙ্গ করার জন্য আইনগতভাবে দায়ী থাকব।

সত্যায়ন বা যাচাই

অদ্য .... তারিখে ....ঘটিকায় এই মর্মে প্রত্যায়ন করছি যে, আমার বিশ্বাস ও জানামতে এই অঙ্গীকারনামায় বর্ণিত বিষয়াদি সত্য ও নির্ভুল।

সাক্ষী

অঙ্গীকার প্রদানকারীর স্বাক্ষর

ফরম-৫.১

(নমুনা)

[বিধি ২৩(৪)(ক) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্র নং.....................................

তারিখ..........................

প্রতি

....

(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র

(বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হ'ল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প ছাড়পত্রটি বাতিলযোগ্য হবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত তা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

ও

সীলমোহর

ফরম-৫.২

(নমুনা)

[বিধি ২৩(৪)(খ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্র নং.......................................
তারিখ........................

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র

(ভূপরিস্থ পানি আহরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার সংক্রান্ত প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশবিশেষ)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হ'ল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত তা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৩
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(গ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্র নং.......................................
তারিখ..........................

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র

(ভূপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ প্রকল্প)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হ'ল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত তা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৪
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্র নং...............................
তারিখ..........................

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(হাইড্রোলিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হ'ল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।
(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।
(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হবে।
(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত তা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।
(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।
(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।
(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।
(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৫
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(ঙ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্র নং......................
তারিখ......................

প্রতি
....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(বন্যা প্লাবিত সমতলভূমি বা জলাভূমি উন্নয়ন প্রকল্প)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হ'ল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।
(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।
(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হবে।
(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত তা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।
(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।
(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।
(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।
(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৬

(নমুনা)

[বিধি ২৩(৪)(চ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্র নং...............................
তারিখ.........................

প্রতি
....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র

(পানি সংরক্ষণ প্রকল্প)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হ'ল:

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত তা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৭
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(ছ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্র নং.......................
তারিখ......................

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র
(শিল্পের জন্য ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার প্রকল্প)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হ'ল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত তা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৮
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(জ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্র নং...................................
তারিখ.......................

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র

(নদী তীর সংরক্ষণ বা নদী শাসন প্রকল্প)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হ'ল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত তা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.৯
(নমুনা)
[বিধি ২৩(৪)(ঝ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্র নং...............................
তারিখ.........................

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র

(নদী খনন বা ড্রেজিং প্রকল্প)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হ'ল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত তা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.১০

(নমুনা)

[বিধি ২৩(৪)(ঞ) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্র নং...
তারিখ..........................

প্রতি

....
(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র

(খাল খনন বা পুনঃখনন প্রকল্প)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হ'ল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত তা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৫.১১

(নমুনা)

[বিধি ২৩(৪)(ট) দ্রষ্টব্য]

ছাড়পত্র নং.......................................

তারিখ.........................

প্রতি

....

(ছাড়পত্রধারীর নাম-ঠিকানা)

প্রকল্প ছাড়পত্র

(ভূপরিস্থ পানিতে মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যু করা হ'ল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) ছাড়পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।

(খ) ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।

(গ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প ছাড়পত্র টি বাতিলযোগ্য হবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত ইহা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ছ) ছাড়পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

ও

সীলমোহর

ফরম-৬

(নমুনা)

[বিধি ২৩(৫) দ্রষ্টব্য]

নং.........................

তারিখ........................

প্রতি

....

(আবেদনকারীর নাম-ঠিকানা)

আবেদনপত্র নামঞ্জুরের আদেশ

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনাকে এই মর্মে অবহিত করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত কারণে ছাড়পত্রের জন্য দাখিলকৃত আপনার আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হ'ল, যথা:-

নামঞ্জুরের কারণসমূহ:

(ক) ....

(খ) ....

(গ) ....

(ঘ) ....

২। এই আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪৬ এর অধীন এর বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে।

স্বাক্ষর ও সীলমোহর

ফরম-৭

[বিধি ৩১(২) দ্রষ্টব্য]

নলকূপ স্থাপনের নিমিত্তে অনাপত্তির জন্য আবেদন
(গভীর/অগভীর)

প্রতি
নির্বাহী কমিটি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ

মাধ্যমঃ জেলা প্রশাসক

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, গভীর বা অগভীর নলকূপ স্থাপন করে সাকশন পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তর হতে পানি আহরণ/ব্যবহার/সরবরাহের উদ্দেশ্যে অনাপত্তি পত্র ইস্যুর অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা :

ক. সাধারন তথ্য:

(১) নূতন গভীর বা অগভীর নলকূপ স্থাপনের শিরোনাম
(২) ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
(৩) নলকূপের অবস্থান: ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা (জিও কোডসহ থানা ব্যাচ ম্যাপে নলকূপের স্থান)

খ. কারিগরি তথ্য

(১) পানি উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা (কিউসেক)
(২) পানি উত্তোলনের পদ্ধতি
(৩) ব্যবহৃত মটরের ক্ষমতা (অশ্ব শক্তি)
(৪) নলকূপের গভীরতা (ফুট)
(৫) নলকূপে ব্যবহৃত পাইপের ব্যাস (ইঞ্চি)
(৬) প্রতিদিন পানি উত্তোলনের পরিমাণ (ঘণমিটার/দিন)
(৭) পানির উৎসের বিবরণ
(৮) পরিত্যক্ত বা নির্গমিত পানির স্থানের বিবরণ
(৯) নিকটস্থ নলকূপের বিবরণ (স্থান, ধরণ, দূরত্ব, অশ্ব শক্তি, কিউসেক)

গ. দালিলিক প্রতিপালন সম্পর্কিত তথ্য (গভীর নলকূপের ক্ষেত্রে)

(১) জাতীয় পানি নীতি অনুসৃত হয়েছে কিনা
(২) জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা
(৩) বিদ্যমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা
(৪) টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক কিনা
(৫) আবেদনকারী প্রতিপালন আদেশ, অপসারণ আদেশ ও সুরক্ষা আদেশ এর শর্ত ভঙ্গাকারী কিনা

ঘ. প্রশাসনিক তথ্য

(১) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
(২) পানির মূল্য পরিশোধের বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

আমি হলফ করে ঘোষণা করছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং সংযুক্ত সকল কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য, সঠিক ও নির্ভুল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৭.২
(নমুনা)
[বিধি ৩১(৫) দ্রষ্টব্য]

অনাপত্তি নং..........................
তারিখ........................

প্রতি
....
(অনাপত্তিধারীর নাম-ঠিকানা)

নলকূপের অনাপত্তি

(অনধিক ১ কিউসেক হইতে সর্বোচ্চ ৩.০ কিউসেক পর্যন্ত)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে ভূগর্ভস্থ হতে পানি আহরণের ক্ষেত্রে .... কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ স্থাপনের অনাপত্তি পত্র ইস্যু করা হ'ল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর, তবে শর্ত থাকে যে পানি ঘোষিত সংকটাপন্ন এলাকায় মেয়াদ হবে ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ১ (এক) বৎসর।

(খ) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।

(গ) অনাপত্তি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প অনাপত্তি পত্রটি বাতিলযোগ্য হবে।

(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত তা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

(ঙ) উক্ত নলকূপ ভূগর্ভস্থ পানির নিরাপদ আহরণ সীমাকে অতিক্রম করবে না।

(চ) উক্ত পাম্প পরিবেশের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না।

(ছ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।

(জ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।

(ঝ) অনাপত্তি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(ঞ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৭.৩
(নমুনা)
[বিধি ৩১(৫) দ্রষ্টব্য]

অনাপত্তি নং................
তারিখ.......................

প্রতি
....
(অনাপত্তিধারীর নাম-ঠিকানা)

নলকূপের অনাপত্তি
(ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প কাজের উদ্দেশ্যে)

আপনার আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আপনার বরাবর নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প কাজের উদ্দেশ্যে সাকশন পদ্ধতিতে ভূগর্ভস্থ হতে পানি আহরণের ক্ষেত্রে .... কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ স্থাপনের অনাপত্তি পত্র ইস্যু করা হ'ল, যথা:-

শর্তাদি:

(ক) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ হবে এর ইস্যুর তারিখ হতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর।
(খ) অনাপত্তি পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তা নবায়ন করতে হবে।
(গ) অনাপত্তি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘিত হলে প্রকল্প অনাপত্তি পত্রটি বাতিলযোগ্য হবে।
(ঘ) পূর্বানুমতি ব্যতিত তা হস্তান্তরযোগ্য হবে না।
(ঙ) পানি সম্পদ অনুমোদিত ব্যবহারের বিবরণ।
(চ) পানি সম্পদ দূষণে বিধি-নিষেধ।
(ছ) অনাপত্তি পত্রের কোনো শর্ত অথবা আইন বা তদোধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর কোনো বিধান লংঘন করা হলে আর্থিক জরিমানা আরোপ, কারাদন্ড প্রদান ও পানি সম্পদের অননুমোদিত ব্যবহারের কাজে ব্যবহৃত মালামাল ও দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হবে।
(জ) অন্যান্য শর্ত, যদি প্রয়োজন হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
ও
সীলমোহর

ফরম-৮
(নমুনা)
[বিধি ৩১(৬) দ্রষ্টব্য]

নলকূপের অনাপত্তি রেজিষ্টার

ক্রমিক	আবেদনকারীর নাম-ঠিকানা	নলকূপের ধরণ	পানি সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্য	নলকূপের স্থান		ব্যবহারের পদ্ধতি	অনাপত্তি ইস্যুর তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	অনাপত্তির শর্তাদি
				জেলা	উপজেলা				
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**	**(৭)**	**(৮)**	**(৯)**	**(১০)**

ফরম-১০

(নমুনা)

নিবন্ধন বহি

[বিধি ৫৪(১)]

ক্রমিক	আবেদনকারীর নাম-ঠিকানা	প্রকল্পের ধরণ	পানি সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের স্থান		ব্যবহারের পদ্ধতি	প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুর তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	ছাড়পত্রের শর্তাদি
				জেলা	উপজেলা				
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**	**(৭)**	**(৮)**	**(৯)**	**(১০)**

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

ও

সীলমোহর

ফরম-১১
(নমুনা)
[বিধি ৫১(১) দ্রষ্টব্য]

প্রত্যায়িত কপির আবেদন

প্রতি
জেলা প্রশাসক
.........................জেলা

জনাব

আমি বা আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রত্যায়িত কপি বা জাবেদা নকল প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ জানিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও বিবরণ সংযুক্তক্রমে আবেদন করছি:

ক। বিবরণ:

(ক) আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা:
(খ) ছাড়পত্রের নম্বর ও ইস্যুর তারিখ:
(গ) অন্যান্য বিবরণ, যদি প্রয়োজন হয়:
(ঘ) সার্টিফায়েড কপি বা প্রত্যায়িত কপি বা জাবেদা নকলের জন্য প্রদেয় ফি চালান বা ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পে-অর্ডার নম্বর।

খ। সার্টিফায়েড কপি বা প্রত্যায়িত কপি বা জাবেদা নকল প্রাপ্তির উদ্দেশ্য:

(ক) ....
(খ) ....
(গ) ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর